চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২৬.১.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বই বিনিময়ের নতুন দিগন্ত: বাংলাদেশের প্রথম 'বুক এক্সচেঞ্জ কর্ণার' উদ্বোধন করলেন মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রামে বইপ্রেমীদের জন্য এক অনন্য উদ্যোগ হিসেবে আজ উদ্বোধন হলো 'বুক এক্সচেঞ্জ কর্ণার'। ক্লিন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় এবং অন্ত্যমিল প্রকাশনীর তত্ত্বাবধানে জামালখান খাস্তগীর স্কুলের সামনে এই কর্ণার চালু হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, একটি শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে যেমন সচেতনতা প্রয়োজন, তেমনি মানুষের চিন্তাধারা বিকাশে বইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্লিন বাংলাদেশ-এর এই উদ্যোগ বইপ্রেমীদের মধ্যে পাঠচর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।"এই উদ্যোগ আমার খুবই ভালো লেগেছে। এখানে আমি একটা বই নিব, বইটি এখানে আমার পড়া হয়ে গেছে সেই বইটি আমি নিজে নিজেই এখানে জমা দিব এবং নতুন একটি বই নিয়ে যাব। আমরা সততার মাধ্যমে এই কাজটি করবো। স্ক্যান কোডের মধ্যে দিয়ে আপনি আপনার নাম ঠিকানা দিয়ে কোন বইটি আপনি নিচ্ছেন কোন বইটি রেখে গেছেন সবকিছু এই স্ক্যান কোডের মাধ্যমে অনলাইনে সেটা যুক্ত হয়ে যাবে। আপনি কোন বই ডোনেট করতে চাইলে সেটাও ডোনেট করতে পারছেন। পড়াশোনার কোন বিকল্প নেই। আমাদের যে পবিত্র কোরআন যেটা আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে নাজিল হয়েছিল সেখানের প্রথম বাক্য ছিল 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছে '। কারণ পড়ার কোন বিকল্প নেই। আমাদেরকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পড়াশোনা করতে হবে। আমি মনে করি পড়াশোনা জীবনের শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে এবং পড়াশোনা করে আলোকিত সমাজ, আলোকিত মানুষ, আলোকিত রাষ্ট্র আমাদের করতে হবে।"অনুষ্ঠানে ক্লিন বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শওকত হোসেন জনি বলেন,"এই বুক এক্সচেঞ্জ কর্ণারে সততার ভিত্তিতে বই বিনিময় করা যাবে। একটি বই রেখে আরেকটি বই নেওয়ার মাধ্যমে একজনের জ্ঞান অন্যের কাছে পৌঁছাবে। সততাই হবে এই উদ্যোগের মূল চালিকা শক্তি।"অন্ত্যমিল প্রকাশনীর তানভীর রিসাত বলেন,ছাত্রজীবন থেকেই বই নিয়ে কাজ করছি। বই পড়া এবং অন্যকে বই পড়তে দেওয়ার আনন্দ সত্যিই অন্যরকম। এই কর্ণার পাঠকদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।উদ্যোক্তারা জানান, এই বুক এক্সচেঞ্জ কর্ণারটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং পাঠকেরা এখানে এসে স্বেচ্ছায় বই রেখে অন্যদের পড়ার সুযোগ করে দিতে পারবেন। কিউআর কোড স্ক্যান করে সহজেই বুক এক্সচেঞ্জের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন। বই পড়ার প্রতি ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতে এই উদ্যোগ নগরবাসীর মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলবে বলে আয়োজকরা আশাবাদী।এসময় উপস্থিত ছিলেন জসিম উদ্দিন চৌধুরী, প্রণব কুমার শর্মাসহ ক্লিন বাংলাদেশের কর্মীরা।

আগ্রাবাদ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে ডা. শাহাদাত হোসেন
পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ক্লিন, গ্রিন, হেলদি চট্টগ্রাম গড়তে চাই

পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি ক্লিন, গ্রিন এবং হেলদি চট্টগ্রাম গড়ে তোলাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্য অর্জনে জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি শনিবার (২৫ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় উত্তর আগ্রাবাদ ওয়ার্ডস্থ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় বসুন্ধরা আবাসিক কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, পরিবেশ সুরক্ষা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, এবং নগরজীবনের মানোন্নয়নই আমাদের অগ্রাধিকার। একা প্রশাসন এ কাজ করতে পারবে না। জনগণ যদি নিজ নিজ জায়গা থেকে দায়িত্ব পালন করে, তবে চট্টগ্রামকে সত্যিকার অর্থে পরিচ্ছন্ন, সবুজ এবং স্বাস্থ্যসম্মত নগরীতে পরিণত করা সম্ভব হবে।তিনি বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে যা নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রতিটি এলাকায় নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হচ্ছে। নগরীতে সবুজায়ন বাড়াতে সড়কের পাশে গাছ লাগানো হচ্ছে। প্লাস্টিক ও অপচনশীল বর্জ্যের ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আনতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। নগরীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চসিক হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলোর পরিসেবা আরও আধুনিক করা হয়েছে। যানজট নিরসনে একাধিক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। নতুন সড়ক প্রশস্তকরণ, রাস্তাঘাট মেরামত এবং ফুটপাথ নির্মাণের কাজ চলছে। নগরীর প্রধান সড়কগুলোতে এলইডি লাইট স্থাপন এবং সৌন্দর্যবর্ধন কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। চট্টগ্রামকে বর্জ্য মুক্ত রাখতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে আলাদা ডাস্টবিন বিতরণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগগুলো সফল করতে জনগণকে সহায়তার আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, পরিচ্ছন্ন নগরী গড়তে নাগরিকদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি নাগরিক যদি নিজের বাসা

বাড়ি এবং আশেপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে, তবে নগরীর পরিবেশ উন্নত হবে। আমাদের এই উদ্যোগ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য চট্টগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সবাই মিলে কাজ করলে চট্টগ্রাম হবে পরিচ্ছন্ন, সবুজ এবং স্বাস্থ্যসম্মত নগরীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।অনুষ্ঠানে মেয়র শীতার্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বসুন্ধরা আবাসিক কল্যাণ সমিতির মতো অন্যান্য সংগঠন যদি এভাবে কাজ করে, তবে সমাজে মানবিক মূল্যবোধ আরও দৃঢ় হবে। আবাসিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি মনজুর আহমদের সভাপতিত্বে ও অর্থ সম্পাদক হাবিবুর রহমানের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ইয়াছিন চৌধুরী লিটন ও আহবায়ক কমিটির সদস্য মো. কামরুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. হানিফ পেয়ারু, সি. সহ সভাপতি নুর হোসেন মীর, সহ সভাপতি জাফর উদ্দীন ভুঁইয়া, বিএনপি নেতা আবদুল মান্নান, সাইদুল ইসলাম, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ সাধারণ সম্পাদক দিদার হোসেন, গোলাম নবী আপেল, হালিশহর থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক কাফী মুন্না, মহানগর ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক জহির উদ্দিন বাবর প্রমূখ।

চট্টগ্রাম ক্লাবে প্রবাসী বিএনপি নেতাদের সাথে মতবিনিময় কালে ডা. শাহাদাত হোসেন
বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জটিলতা কমাতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা পেশায় প্রবাসীরা কর্মরত। তবে প্রবাসীদের অধিকাংশই মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে বাস করেন। বৈদেশিক শ্রমবাজারে প্রবাসী আয়ের প্রধান উৎস এ দেশ থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে। যা আমাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক। দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস পেলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ বাড়বে। তাই বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জটিলতা কমাতে হবে। প্রণোদনা বৃদ্ধি ও পাঠানোর প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে। পাশাপাশি ব্যাংকিং সেবার মান উন্নত করতে হবে। প্রবাসীদের নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধার প্রতিও নজর দিতে হবে। এছাড়া দেশের বাজারে মুদ্রার স্থিতিশীল বিনিময় হার নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অপ্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপের বিকল্প নেই। তিনি শনিবার (২৫ জানুয়ারি) বিকেলে চট্টগ্রাম ক্লাবে সৌদি আরব সহ প্রবাসী বিএনপি নেতাদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।
তিনি চট্টগ্রাম থেকে বিএনপি নেতারা সৌদি আরব গেলে প্রবাসী নেতাকর্মীদের আতিথেয়তা ও আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানান। সৌদি আরব বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক মঈন উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সহ সভাপতি, মক্কা প্রবাসী মো. শফিউল আলমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক আবু সুফিয়ান। এসময় রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশে পাঠাতে হবে মন্তব্য করে ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, শ্রমিকদের বিশেষ কাজে দক্ষতা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার শ্রমিকদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারে। এ প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে সনদ প্রদান করবে যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হবে। প্রবাসীরা প্রশিক্ষিত না হওয়ায় প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ ও বেতন ভাতা পাচ্ছেন না। বৈদেশিক বিনিময় হারের নীতি কৌশল ও ব্যবস্থাপনা ঠিক করতেও দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া দরকার। বস্তুত রেমিট্যান্স বাড়াতে হলে হুন্ডিওয়ালাদের দৌরাত্ম্য কমাতে হবে। সর্বোপরি বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে প্রবাসীদের উৎসাহিত করতে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসগুলোর কার্যকর ভূমিকা প্রয়োজন। আবু সুফিয়ান বলেন, প্রবাসীদের বিমানবন্দরে নানা হয়রানি বন্ধ করতে হবে। অর্থ পাচার বন্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ রেমিট্যান্স প্রবাহে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। স্বল্প আয়ের প্রবাসীদের সরকারিভাবে প্রণোদনা বাড়াতে হবে। আমরা আশা করি, রেমিট্যান্স প্রেরণে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়, দূতাবাস ও ব্যাংকিং চ্যানেলের সমন্বিত ভূমিকা খুবই জরুরী।এতে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, আহবায়ক কমিটির সদস্য আনোয়ার হোসেন লিপু, মো. কামরুল ইসলাম, কুয়েত বিএনপির সভাপতি মাহফুজুর রহমান মাহফুজ, জেদ্দা মহানগর বিএনপির সভাপতি কেফায়েত উল্লাহ চৌধুরী, সৌদি আরব পশ্চিমাঞ্চল বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আলতাফ হোসেন, মদিনা মহানগর বিএনপির সভাপতি আবুল কাসেম, আমিরাত প্রবাসী জাহাঙ্গীর আলম সিআইপি, হেলাল উদ্দিন সিআইপি, নজরুল তালুকদার, ইলিয়াছ রশিদি, মো. এমদাদ, হাসান উল্লাহ, কামাল উদ্দিন, আবুল কাশেম, মো. ওয়াহিদ, এস এম শফিউল আলম, আবু তাহের, আহমদ রহিম, মো. শওকত, রহমান রাজ্জাক, মো. রাজিব, দিদারুল আলম প্রমূখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮